অনলাইন সাংবাদিকতা

অনলাইন সাংবাদিকতা ২

অনলাইন সাংবাদিকতা ৩

অনলাইন সাংবাদিকতা ৪

অনলাইন সাংবাদিকতা ৫

অনলাইন সাংবাদিকতা ৬

অনলাইন সাংবাদিকতা ৭

অনলাইন সাংবাদিকতা ৮

অনলাইন সাংবাদিকতা ৯

অনলাইন সাংবাদিকতা ১০

অনলাইন সাংবাদিকতা
অনলাইন সংবাদমাধ্যম

http:// rokomari.com/nalonda
অথবা
http://nalonda.com
ফোনে অর্ডার করতে ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১
হট লাইন ১৬২৯৭

অনলাইন সাংবাদিকতা	আশিস বিশ্বাস
অনলাইন সংবাদমাধ্যম	
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
প্রচ্ছদ	সানজিদা সারমিন
স্বত্ব	আশিস বিশ্বাস
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
পাঠাগার সংস্করণ	৪০০.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক
ভারতে পরিবেশক	নয়া উদ্যোগ
©	Ashish Biswas
Online Journalism	Ashish Biswas
Cover Design	Sanzida Sharmin
First Published	February 2024
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor, Dhaka 1100
Phone	01552-456919
Library Edition	0000.00 Tk only
Nalonda Paperback Price	400.00 Tk only
ISBN	978-984-98390-8-8
E-mail	nalonda71 @gmail.com

উৎসর্গ

মাত্র ৩২ বসন্তে ভালোবাসার পূর্ণতা দিয়ে চলে গেল যে—

প্রয়াত সাংবাদিক

শানতা সুলতানা তুলি

ভূমিকা

বিশ্বায়নের প্রভাব আর প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় আমাদের চারপাশের অনেক কিছুই বদলে গেছে, বদলে যাচ্ছে। পরিবর্তনের এই ধারা গণমাধ্যমের জন্যও একইভাবে প্রযোজ্য। এখন থেকে দুই দশক আগে আমি যখন বাংলাদেশে একটি অনলাইন নিউজপোর্টালের ধারণাকে ধীরে ধীরে বাস্তব করে তুলছিলাম, তখন অনেক সহকর্মী সাংবাদিক একে নিরুৎসাহিত করছিলেন। কেউ কেউ গ্রেফ পাগলামি বলতেও ছাড়েননি। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গণমাধ্যমের বিবর্তনের যে ঢেউ টের পাচ্ছিলাম তাতে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই সচেষ্ট থেকেছি, দেশে নবযুগের সম্ভাবনাময় গণমাধ্যম হিসেবে অনলাইন নিউজপোর্টালের ভিত্তি গড়ে তুলতে। প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল বিডিনিউজ২৪.কম নামে দেশের প্রথম অনলাইন নিউজপোর্টাল।

বিডিনিউজ প্রতিষ্ঠার পর বাংলানিউজে এক অনবদ্য জার্নির মধ্য দিয়ে অনলাইন গণমাধ্যমের ক্রমবিকাশের সঙ্গে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি। আনন্দের সঙ্গে বিপুল পাঠকের অভূতপূর্ব সাড়া আমরা তখন পাই। প্রারম্ভিক দিনগুলোতে মহলবিশেষের নিরুৎসাহিতা ছিল ঠিকই, কিন্তু তাতে আত্মবিশ্বাস ও উদ্যম টলেনি। পরবর্তীতে বার্তা২৪.কম এর আত্মপ্রকাশেও পাঠকের অব্যাহত আস্থার প্রমাণ পাওয়ায় আরও আত্মিবশ্বাসী হয়েছি। ফলে এটি দ্ব্যার্থহীনভাবেই বলা যায় যে, অনলাইন গণমাধ্যমই এখন মূলধারার গণমাধ্যম।

আজ আনন্দের সঙ্গেই লক্ষ্য করছি, এই দশকে দেশে অসংখ্য অনলাইন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সেই সঙ্গে অনলাইন সাংবাদিকতায় যুক্ত সাংবাদিকদের সংখ্যাও বিপুল। আমি বলি শতফুল ফুটতে দাও। এবং আশার কথা হচ্ছে, মুদ্রিত ও সম্প্রচার মাধ্যমের সাংবাদিকরাও এখন অনলাইন সাংবাদিকতায় নিজেদের ক্রমান্নয়ে খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন। যদিও একথা সত্য যে, দেশের বিকাশমান অনলাইন গণমাধ্যমে যুক্ত সাংবাদিকদের মানোন্নয়নে আমাদের আরও অনেক কাজ করে যেতে হবে।

এই মানোন্নয়নে নতুন যুগের প্রযুক্তিনির্ভর সাংবাদিকতার সামগ্রিক বিষয় নিয়ে বই রচনা খুব প্রয়োজন। সাবেক সহকর্মী আশিস বিশ্বাস সে কাজটিই করেছেন। এমন উদ্যোগের জন্য আন্তরিক সাধুবাদ জানাই তাঁকে। তাঁর লিখিত 'অনলাইন সাংবাদিকতা অনলাইন সংবাদমাধ্যম' বইটি আমি পাঠক হিসেবে পড়েছি। আর একজন পাঠকের দৃষ্টিতে বলতে চাই, এটি খুবই ভালো বই হয়েছে। নিঃসন্দেহে যাঁরা অনলাইন সাংবাদিকতা করছেন বা আগামীতে করবেন তাদের সবারই বইটি উপকারে আসবে। বলা যায়, বইটি সহায়ক নির্দেশিকার মতোই কাজে দেবে।

আশিস একজন কর্মঠ, রাতদিন এক করে কাজ করা সাংবাদিক, যাকে বাংলানিউজে সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলাম-পরবর্তীতেও তাঁর সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত থেকেছে। আশাকরি ভবিষ্যতে তিনি এরকম আরও উদ্যোগ নেবেন। অনলাইন সাংবাদিকতার শিক্ষণে একাডেমিক স্তরে এখনও যে ঘাটতির জায়গা রয়েছে আশিস বিশ্বাসের এই গ্রন্থটি সেই শূণ্যতা পূরণে অবদান রাখবে বলেই আশাকরি। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার প্রত্যাশা করছি।

আলমগীর হোসেন
সম্পাদক সমকাল

কৃতজ্ঞতা

আমি তখন বাংলানিউজের নিউজ ডেস্কে কাজ করি। সেই সময় আমাদের উপকূলীয় প্রতিনিধি (নিবাস— মহেশখালী, সন্দ্বীপ) মাহবুব রোকন বললেন,দাদা, যেহেতু নিউজপোর্টালে কাজ করেন,তাহলে সে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটা বই লিখে ফেলেন।

তার কথাটি মনে ধরলো আমার। একসময় বেসরকারি সংস্থায় কারিক্যুলাম নিয়ে গবেষণা কাজ করেছি। সেসময় সে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজেদের বই লিখতে হতো। মনে পড়ে গেল কথাটা।

তারপর রীতিমতো পড়াশোনা শুরু করলাম। দেশবিদেশের বিভিন্ন বই পড়াশোনা করতে শুরু করলাম। অনলাইনে নিউজপোর্টালের ইতিহাসসহ বিভিন্ন প্রবন্ধ পড়তে থাকি। তারই ফসল এই বই— 'অনলাইন সাংবাদিকতা অনলাইন সংবাদমাধ্যম'।

একটু একটু করে লিখে পাণ্ডুলিপিটি শেষ করতে আমার লেগেছে পুরো তিন বছর।নিউজরুমের কাজের পরে রুমে ফিরে কম্পিউটারে লিখেছি পাণ্ডুলিপিটি।

সে কারণে প্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই সাংবাদিক মাহবুব রোকনকে।

এর পরে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই,বাংলানিউজের তৎকালীন এডিটর-ইন-চিফ আলমগীর হোসেনকে। তাঁর হাত দিয়েই একটু একটু করে অনলাইন সংবাদমাধ্যম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করি।

তাঁর কাছ থেকে শিখেছি, নিউজরুম পরিচালনা,অনলাইন সংবাদমাধ্যমের জন্য সংবাদ তৈরি,সম্পাদনা কৌশল, পরিবীক্ষণ (Monitoring), তত্ত্বাবধান (Supervision) ও একটি নিউজরুম কীভাবে গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে। এছাড়া টিমওয়ার্ক বজায় রেখে কোনো কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব, সেটিও তাঁর কাছ থেকে শেখা।

আলমগীর হোসেনের মতো সম্পাদকের সাহচর্য পেয়েছি বলেই নিজেকে অনলাইন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করেছি। তিনিই বাংলাদেশে অনলাইন সংবাদমাধ্যমের পথিকৃৎ।তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা অপরিসীম।

কৃতজ্ঞতা জানাই, আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু ও অসম্ভব মেধাবী মেয়ে সানজিদা সারমিনকে। তার মতো বিরল প্রতিভা খুব কমই আছে এ দেশে। এত বৈরী পরিবেশে বড় হয়েও যে মেধার সাক্ষর রাখা যায়, তা ওর সঙ্গে পরিচয় না হলে জানতেই পারতাম না। সানজিদার সৃষ্টিশীল গুণ সম্পর্কে আগে থেকেই ধারণা ছিল বলে ওর ওপর দায়িত্ব দিয়েছিলাম বইটির প্রচ্ছদ আঁকার। মনকাড়া প্রচ্ছদটি এঁকে সারাজীবনের মতো কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে রাখল সে।

বইটির সুন্দর করে গুছিয়ে দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিয়ে আমাকে বাধিত ও কৃতজ্ঞ করেছেন মুসাররাত নাজের পরিবার। বন্ধু নাজ তার ভীষণ ব্যস্ততার মাঝেও খুব চমৎকারভাবে লেখাগুলো বাংলা ও ইংরেজিতে সাজিয়ে দিয়ে পরিচয় দিলেন তিনি বন্ধু হিসেবে অতুলনীয়। কৃতজ্ঞতা তাকে ও তার বর সুমনকে। সুমনের পরোক্ষ সহযোগিতা কাজটিকে সহজ করে তুলেছিল। ধন্যবাদ তাকেও।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলানিউজের তৎকালীন সাংবাদিক সহকর্মীদের,যারা নিউজরুমের ডেস্ক, রিপোর্টিং থেকে শুরু করে বিভাগ, জেলা, উপজেলা, বন্দরে কর্মরত ছিলেন। তাঁদের সবার কাজ থেকে একটু একটু করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিজেকে তৈরি করতে পেরেছি।

ধন্যবাদ জানাই নালন্দা প্রকাশনীর সত্বাধিকারী মো. রেদওয়ানুর রহমান জুয়েলভাইকে। এত এত পাণ্ডুলিপির ভারে চাপা পড়ে যাওয়া জুয়েলভাই যে, আমার পাণ্ডুলিপি বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করেছেন, সে জন্য তাকে আমার অপার শ্রদ্ধা জানাই। সেইসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই, বইটি প্রকাশের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের সবাইকে।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
অনলাইন কী # ১৫৬
ইন্টারনেট কী # ১৫
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কাকে বলে # ১৬
বিশ্বায়ন ও সংবাদমাধ্যম # ১৭
সংবাদমাধ্যমের বিশ্বায়ন # ১৮
অনলাইন,ডিজিটাল সংবাদ বা নিউ মিডিয়া কী # ১৯
নিউ মিডিয়ার উদ্ভব ও বিকাশ # ২১
অনলাইন নিউজ পোর্টালের বৈশিষ্ট্য # ২৩
পাঠক অনলাইন সংবাদপত্র কেন পড়েন # ২৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইন্টারনেট ও অনলাইন সাংবাদিকতা # ২৫
অনলাইন সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য # ২৫
প্রিন্ট মিডিয়া সাংবাদিকতার ওপর ইটারনেটের প্রভাব # ২৬
অনলাইন নিউজ ফ্লো # ২৭
অনলাইন নিউজের ধরন # ২৮

তৃতীয় অধ্যায়
অনলাইন নিউজ রুম # ২৯
অনলাইন নিউজ রুমের সাংগঠনিক কাঠামো # ৩৩
অনলাইন সাংবাদিকতার যোগ্যতা # ৩৪
কেমন হবে অনলাইন নিউজপোর্টালের কাঠামো # ৩৪
সংবাদ কাঠামো # ৩৭
সংবাদ কাঠামোর মূল উপাদান # ৩৮
অনলাইন সংবাদ কাঠামোর শর্ত # ৪২
অনলাইন সংবাদের ইন্ট্রো বা সংবাদ সূচনা # ৪৩
ইন্ট্রো লেখার উদ্দেশ্য # ৪৪
ইন্ট্রোর মূলকথা # ৪৪
ইন্ট্রোর বৈশিষ্ট্য # ৪৪
ইন্ট্রোর ধরন # ৪৬
অনলাইন সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম # ৫০
কীসের ভিত্তিতে সংবাদের শিরোনাম লিখতে হয় # ৫১

চতুর্থ অধ্যায়
সংবাদ,প্রতিবেদন # ৫১
সংবাদ (নিউজ)কী # ৫১
প্রতিবেদন কী # ৫১
সংবাদের (প্রতিবেদন) বৈশিষ্ট্য # ৫২
প্রতিবেদনের ধরন # ৫৪

পঞ্চম অধ্যায়
সাক্ষাৎকার ও প্রশ্ন # ৫৭
সাক্ষাৎকার কী # ৫৭
সাক্ষাৎকার গ্রহণের উদ্দেশ্য # ৫৮
সাক্ষাৎকারের ধরন # ৫৮
সাক্ষাৎকার নেওয়ার শর্ত # ৫৮
প্রশ্ন # ৫৯
প্রশ্নের ধরন # ৫৯
প্রশ্নের স্তর # ৫৯

ষষ্ঠ অধ্যায়
ফিচার # ৬৩
ফিচার কী # ৬৩
ফিচারের বিষয় # ৬৩
ফিচারের ধরন # ৬৩
ফিচার লেখার কাঠমো # ৬৬

সপ্তম অধ্যায়
সংবাদ উৎস বা সোর্স # ৭২

অষ্টম অধ্যায়
সংবাদ সম্পাদনা : রীতি ও শৈলী # ৭৫
সংবাদ সম্পাদনা # ৭৫
সংবাদ সম্পাদনা শৈলী # ৭৫
ব্যাকরণ রীতি মেনে সম্পাদনা # ৭৬
বিরাম চিহ্নের ব্যবহার # ৭৬
বিরাম চিহ্নের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা # ৭৭
বিরাম চিহ্নের ব্যবহারের অনুশীলন # ৭৯
সম্পাদনা চিহ্ন এবং ব্যবহার # ৮১

নবম অধ্যায়

প্রেসবিজ্ঞপ্তি # ৮২
প্রেসবিজ্ঞপ্তি কী # ৮২
প্রেসেরবিজ্ঞপ্তির উদ্দেশ্য # ৮৩
প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে কী কী তথ্য থাকে # ৮৩
প্রেসবিজ্ঞপ্তি থেকে নিউজ বা সংবাদ তৈরি # ৮৪
প্রেসবিজ্ঞপ্তি থেকে প্রতিবেদকের নিউজ তৈরি # ৮৫
প্রেসবিজ্ঞপ্তি থেকে সংবাদ তৈরির সময় সতর্কতা # ৮৫
সংবাদ সম্মেলন আর প্রেসবিজ্ঞপ্তির মধ্যে পার্থক্য # ৮৫

দশম অধ্যায়

সামাজিক গণমাধ্যম এবং সাংবাদিকতা (সিটিজেন জার্নালিজম) # ৮৬
ফেসবুক # ৮৭
এক্স (সাবেক টুইটার) # ৮৭
লিংকডইন # ৮৮
ব্লগ কী ? # ৮৯
একজন সাংবাদিকের কি ব্লগ থাকা উচিত? # ৯০

একাদশ অধ্যায়

বিভিন্ন আইন
ক. বিভিন্ন আইন (বাংলা ও ইংরজি) ডাউনলোডের লিংক # ৯১
খ. সংবাদপত্র আইন # ৯১
প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড পাব্লিকেশন ডিক্লারেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৭৩ # ৯২
শিশু আইন, ১৯৭৪ # ৯৩
প্রেস কাউন্সিল আইন,১৯৭৪ # ৯৩
সংবাদপত্র কর্মচারী, (চাকুরির শর্ত) আইন, ১৯৭৪ # ৯৫
বাংলাদেশ সংবাদসংস্থা অর্ডিন্যান্স,১৯৭৯ # ৯৬
কপিরাইট অধ্যাদেশ, ১৯৬২ # ৯৮
অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩ # ৯৮
গ. বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের আইন # ৯৮
ঘ. তথ্য অধিকার আইন # ১০৪

দ্বাদশ অধ্যায়

বিবিধ # ১৪৫
৩.Different types of questionnaires # 156
৪.সহায়ক তথ্য ও গ্রন্থপঞ্জি # ১৬০

প্রথম অধ্যায়

অনলাইন কী

অনলাইন (Online) হচ্ছে কম্পিউটার কিংবা ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা আর অফলাইন (Offline) হচ্ছে, কম্পিউটার বা ইন্টারনেট সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা। একটি ডিজিটাইল ডিভাইসের মাধ্যমে কম্পিউটার ইন্টারনেট সংযোগের সঙ্গে যুক্ত থাকে। একে মডেম (Modem) বলে।

অনলাইন ও অফলাইন শব্দ বা প্রপঞ্চ দুটি মূলত কম্পিউটার প্রযুক্তি ও টেলিকমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

উইকিপিডিয়া অনুযায়ী, 'Online and offline are states or conditions of a "device or equipment" or of a "functional unit". To be considered online, one of the following must apply to a device:

- Under the direct control of another device.
- Under the direct control of the system with which it is associated.
- Available for immediate use on demand by the system without human intervention.

In contrast, a device that is offline meets none of these criteria (e.g., its main power source is disconnected or turned off, or it is off-power).

অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে অনলাইন (Online) বলতে বলা হয়েছে— Controlled by or connected to a computer or to the Internet. আরঅফলাইন (Offline)হচ্ছে— (Computing) not directly controlled by or connected to a computer or to the Internet.

ইন্টারনেট(Internet) কী

সহজ কথায় বলা যায়, Internet শব্দটি এসেছে Inter- (আন্তঃ)-এর Inter এবং Network— (কোনো প্রবাহের সঙ্গে সংযুক্তি) এর net থেকে। Inter+Net মিলে হয়েছে—Internet।

ইন্টারনেট

দুই বা ততোধিক ভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড-এর নেটওয়ার্ককে মধ্যবর্তী সিস্টেম(যেমন: গেটওয়ে, রাউটার)-এর মাধ্যমে আন্তঃসংযুক্ত করে যে মিশ্রপ্রকৃতির নেটওয়ার্কের ডিজাইন করা হয়, তাকে ইন্টারনেট বলে।

যাকে বলা হচ্ছে—Aglobal computer network providing a variety of information and communication facilities, consisting of interconnected networks using standardized communication protocols.

অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুযায়ী, ইন্টারনেট হচ্ছে, এক ধরনের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। সেখানে Internet সম্পর্কে বলা হয়েছে—An international computer network connecting other networks and computers from companies, universities, ect.

কুইক উইকিতে বলা হয়েছে, The Internet is a global system of interconnected computer networks that use the standard internet protocol suite (TCP/IP) to serve several billion users worldwide.

অর্থাৎ ইন্টারনেট হচ্ছে, যোগাযোগের এমন একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা, যা কম্পিউটারের মাধ্যমে লাখ লাখ গ্রাহকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে।

ইন্টারনেট হচ্ছে— নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক। এর মাধ্যমে লাখ লাখ প্রাইভেট, পাবলিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, সরকার, স্থানীয় থেকে বৈশ্বিক পর্যায়ে সংযোগ থাকে তবে এ সংযোগের জন্য ইলেকট্রনিক, ওয়্যারলেস, অপটিক্যাল প্রযুক্তি কাজ করে থাকে।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইমেইল, ছবি, অডিও, ভিডিও, টেক্সট, ফোন করাসহ বিভিন্ন ধরনের তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। আর এ কাজটি হয়ে থাকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের(World Wide Webবা WWW) — এর মাধ্যমে। একে বলা হচ্ছ, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক।

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কাকে বলে

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হচ্ছে, এমন একটি ব্যবস্থা যাতে, দুই বা ততোধিক কম্পিউটার একসঙ্গে যুক্ত থাকে। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীরা ফাইল, প্রিন্টার ও অন্যান্য সম্পদ ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে পারেন, একে অপরের কাছে বার্তা পাঠাতে পারেন এবং এক কম্পিউটারে বসে অন্য কম্পিউটারে প্রোগ্রাম চালাতে পারেন। একে ল্যান (LAN- Local Area Network) বলা হয়।